MAR. 31 2002

দৈনিক ইত্তেফাক

১৬ ৩

এসএসসির লিখিত পর্ব শেষ ॥ ৩৫ হাজার পরীক্ষার্থী ২ শতাধিক শিক্ষক বহিষ্কার

রেজানুর রহমান ॥ গতকাল শুক্রবার ২০০২ সালের এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষার লিখিত পর্ব শেষ হয়েছে। পরীক্ষায় নকল প্রতিরোধের ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ সত্ত্বেও সারাদেশে প্রায় ৩৫ হাজার পরীক্ষার্থী বহিষ্কৃত হয়েছে। ইংরেজী, বাংলা ও অংক পরীক্ষায় বহিষ্কৃতের সংখ্যা ছিল বেশী। পরীক্ষায় নকলে সহায়তা করার দায়ে সারাদেশে ২শত শিক্ষক-শিক্ষিকা বহিষ্কৃত হয়েছেন। ব্যাপক সতর্কতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ সত্ত্বেও এবার ৩টি শিক্ষাবোর্ডে প্রশ্নপত্রে ভুলের খেসারত

(১৫শ পৃষ্ঠায় ৩-এর কঃ দ্রঃ)

এসএসসির লিখিত পর্ব

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

দিতে হয়েছে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের। ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের হিসাব বিজ্ঞান ও ইংরেজী দ্বিতীয় পত্রে 'ভুল' ছিল উল্লেখ করার মত। পাশাপাশি এই বোর্ডে অংক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র স্মরণকালের মত কঠিন হয়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন মহলের আন্তরিক উদ্যোগের ফলে এবার পরীক্ষা কেন্দ্রে সংঘর্ষ, ভাংচুরের ঘটনা তেমন ঘটেনি। তবে দেশের অধিকাংশ কেন্দ্রে নকলের মহোৎসব হয়েছে। নকলবাজদের বহিষ্কার করার ক্ষেত্রেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ছিল বেশ আন্তরিক। এবার পরীক্ষার্থী বহিষ্কারের পাশাপাশি শিক্ষক বহিষ্কারের ঘটনাও ছিল বিশেষভাবে উল্লেখ করার মত। বোর্ডের পরীক্ষা আইন অনুযায়ী নকলবাজ বহিষ্কার হবে, নকল সরবরাহকারীদের গ্রেফতার করে হাজতে প্রেরণ করা হবে। বহিষ্কৃত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ক্ষেত্রে সরকারী অনুদান বন্ধ, চাকুরীচ্যুতসহ বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। নকলবাজ ৩৫ হাজার ছাত্র-ছাত্রী বহিষ্কৃত হয়েছে। নকল সরবরাহের দায়ে কয়েকশত তরুণ গ্রেফতার হয়েছে। এদের মধ্যে অনেকে প্রভাবশালী মহলের চাপে হাজতবাস থেকে রেহাই পেয়েছেন। বহিষ্কৃত শিক্ষকদের ক্ষেত্রেও ইতিমধ্যে নানা মহল থেকে দেন-দরবার শুরু হয়েছে। মানবিক বিবেচনায় 'এবারের মত মাফ করে দিন' এই ধরনের অনুরোধ করা শুরু হয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে।